শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাইস্কুল)

মূল্যায়ন - ১

শ্রেণি - সপ্তম। বিষয় - বাংলা।

নমুনা উত্তরপত্র।

১)

১.১) গ) ঢাক।

১.২) ক) বৃষ্টি বিজ্ঞানী।

১.৩)খ) লক্ষ্ণৌতে।

১.৪)ঘ) তৎসম শব্দ।

১.৫)খ) খন্ডিত শব্দ।

১.৬)গ) কাজললতা।

১.৭)খ) ঢিল।

১.৮)খ) ইতালীয় ভাষার অন্তর্গত।

১.৯)ক) সন্তান।

১.১০)ক) ঠাকুর।

১.১১)গ) মিশ্র শব্দের অন্তর্গত।

১.১২)খ) গোরু খুঁজতে।

১ ১৩)গ) গুলি।

১.১৪)গ) গোঁফ জোড়া।

১.১৫)ক) খরগোশ ধরার।

২)

২.১) সারাবছর জলের অভাবে মজে যাওয়া নদী বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়ে দুই তীর ভাসিয়ে দেয়।তার জলপূর্ণ রূপ যেন তার বিদ্রোহী সত্তার পরিচায়ক।

SRAI

২.২) যেসব মানুষ সৎ কর্ম ও পরার্থপরতার দ্বারা ভবিষ্যৎ মানুষের মনে শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার আসন লাভ করেন তাঁরা কালকে জয় করেন।

২.৩)খোকন একদিন আকাশে হাতির মতো দেখতে একটি মেঘের ছবি আঁকতে বসে আঁকা শেষে আকাশর দিকে তাকিয়ে দেখে হাতি কুমিরে পরিণত হয়েছে। খোকন বেকুব বনে গেল।

২.৪) বিভিন্ন সময়ে বিদেশ থেকে আগত শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন - ফসল,চাকরি, ডাক্তার, রিকশা ইত্যাদি।

২.৫)'পেত্যয়' শব্দটি - অর্ধ তৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ।

২.৬) পিল্লে—পিল্লিক (সংস্কৃত) – পিলুঅ (প্রাকৃত)–পিলে (বাংলা) - একটি রূপান্তরিত তদ্ভব শব্দ।

২.৭) রেফ-এর পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটে না। তাই সূর্য্য==স্+উ+র্+য+য্+অ।এখানে 'য্'ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটেছে। তাই সূর্য বানানে য (য ফলা) নেই।

২.৮)সোনা-টিয়ার বাড়ির গলির পর বড়ো রাস্তা, তারপর গির্জা, তারপর গোরস্থান, গোরস্থানের পর শুনশুনির মাঠ।। তরপর দূরে কালিয়ার বন।

২.৯)পরীদের রানির গোলাপি মুখ,সুন্দর কালো চোখ,সোনালি চুল ,রূপোলি পোশাক।রানীকে খুব সুন্দর দেখতে।

২.১০)সং লটারি কেটেছিল। তাতে টাকা উঠল কিনা তা দেখতে ও হোটেলের জিনিস পত্র কিনতে সপ্তাহে তিনবার শহরে যেত।

৩)

৩.১)

●প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "মেঘ চোর" গল্পে (মূলগ্রন্হ - সুনীল রচনা সমগ্র) আবহাওয়া বিজ্ঞানী কারপভের কন্যা গবেষক অসীমার পৃথিবীকে রক্ষা করার অসাধ্য সাধনের উল্লেখ আছে।

● বিখ্যাত বৃষ্টি বিজ্ঞানী পুরন্দর চৌধুরী তাঁর অভিনব আবিষ্কার অ্যালয় বলের দ্বারা লেক শ্রেভারের বিপুল জলরাশি অতিঅল্প সময়ের মধ্যে বাষ্পে পরিণত করে বিশালাকার মেঘ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। সেইমতো অসীমাকে নিয়ে রকেট চড়ে আলাস্কায় উপস্থিত হলেন, কিন্তু পৃথিবীর আসন্ন বিপদ অনুভব করে অসীমা রকেটের কম্পিউটারে আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখে রকেটটিকে বায়ুমণ্ডলের অনেক ওপর স্তরে , নিয়ে যায় যাতে অ্যালয় বলটি জলের ছোঁয়া না পায় এবং উত্তপ্ত না হয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করতে না পারে। সে বলটিকে সকেটের মধ্যে দিয়ে মহাশূন্যে ফেলে দিয়েছিল।

৩.২)

● বিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) রচিত "খোকনের প্রথম ছবি" (মূলগ্রন্থ বনফুল রচনাবলি) গল্পে

চোখ বন্ধ করে কল্পনায় দেখা অন্ধকার কে খাতায় কালো রং এ আঁকাটি খোকনের প্রথম ছবি।

●খোকন প্রকৃতি ও চারপাশে যা দেখেছে তাই খাতায় এঁকেছে। তা নকল করা ছবি নিজের সৃষ্টি নয়।বাবার চিত্রকর বন্ধুর উপদেশ মতো চোখ বন্ধ করে কল্পনায় দেখা বিষয়টি যদিও তা কেবল অন্ধকার, খাতায় কালো রং এ এঁকে ফেলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে অবয়ব খুঁজে পায়। নিজের মন থেকে সৃষ্ট ছবিটি তাই তার প্রথম ছবি।

৩.৩)

● অ.কৃ.ব নামে বিখ্যাত কৌতুকপ্রধান কথাসাহিত্যিক অজিতকৃষ্ণ বসুর লেখা "জাদু কাহিনি" গল্পে লেখক যখন ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে পড়তেন তখন চাঁদ মিয়া নামে এক জাদুকর এসেছিলেন জাদু দেখাতে। অন্যান্য খেলার সঙ্গে থলি থেকে টাকা তৈরির খেলা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। মাত্র দশ টাকা পারিশ্রমিকে তিনি খুব খুশি ছিলেন। তিনি কেন জাদুর টাকা গ্রহণ করেন না ছাত্রদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে জাদুতে তৈরি টাকা হাওয়ায় মিশে যায়, বাস্তবে তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩.৪)

● প্রখ্যাত কবি কামিনী রায়ের লেখা "স্মৃতিচিহ্ন"(মূলগ্রন্থ - নির্মাল্য)কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী যারা ক্ষমতা ও অর্থের প্রাচুর্যে বৃহৎ প্রাসাদ, বিভিন্ন স্থাপত্য তৈরির মাধ্যমে নিজেদের নাম ভবিষ্যৎ কালে চিরস্থায়ী করার বাসনা পোষণ করেন ,তাদের নাম কালস্রোতে ভেসে যাবার কথা বলেছেন।

●ইতিহাস সেইসব মানুষকে মনে রাখে যাঁরা দেশ ও দশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। পরার্থপরতা যাঁদের জীবনের ব্রত, কিন্তু অর্থগৌরব ও ক্ষমতার জোরে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী করার বাসনায় বড়ো বড়ো স্থাপত্য তৈরি করেন, কিন্তু কালের নিয়মে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাঁদের কীর্তি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কারণ তাঁরা মানুষের জন্য কাজ করেন নি ।আত্মসর্বস্বতা তাঁদের বিলুপ্তির কারণ।

৩.৫)

●কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা " চিরদিনের(মূলগ্রন্থ - ঘুমনেই)কবিতায় দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা অতিক্রম করে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসার সদর্থক বার্তা প্রকাশিত।

●গ্রাম বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময় স্মৃতি মুছে নতুন উদ্যম চাষের কাজে মন দেবে । চাষীর উদয় অস্ত পরিশ্রমে দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার জমি আবার সোনলি ধানে ভরে উঠবে। গ্রাম বাংলার মানুষ আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে, কবি এই আশা করেন।'সুবর্ণ যুগ আসবে, অর্থাৎ বাংলাদেশ আবার শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে। নিরাশার অন্ধকার মুছে আলোয় পূর্ণ দিন আসবে।